চণ্ডীকা ফিল্মসের
অসাধারণ
পরিচালনা
সলিল সেন
চণ্ডীমাতা ফিল্মস
পরিবেশিত

প্রণব বসু প্রযোজিত চণ্ডীকা ফিল্মসের

অসাধারণ

কাহিনী-চিত্রনাট্য সংলাপ ও পরিচালনা : **সলিল সেন**
সঙ্গীত : **নচিকেতা ঘোষ**

চিত্রগ্রহণ : কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ॥ শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল, অনিল নন্দন ॥ সঙ্গীত-গ্রহণ : সত্যেন চ্যাটার্জী ॥ বহিঃশব্দগ্রহণ : রবীন সেনগুপ্ত ॥ শব্দ-পুনর্যোজনা : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ॥ গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার : কণ্ঠসঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় হৈমন্তী শুক্লা, কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত সেন, সুনীল মজুমদার, তপন সরকার, সুনীল চক্রবর্ত্তী, তরুণ দাস, আশীষকুমার, সমর মুখোপাধ্যায় ॥ সম্পাদক : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ শিল্প-নির্দেশ : সূর্য্য চট্টোপাধ্যায় ॥ দৃশ্যপট : নবকুমার কয়াল ॥ রূপসজ্জা : বসির আহমেদ ॥ প্রধান কর্মসচিব : মহাদেব সেন ॥ ব্যবস্থাপনায় : প্রলয় ধর ॥ সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই ॥ প্রচার ফণীন্দ্র পাল ॥ প্রচার-শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি ॥ স্থিরচিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ ॥ পরিচয়-লিখন : নিতাই দাস ॥ চিত্র-গৃহসজ্জা : অনুপ কর্মকার ॥ চিত্রগৃহ পুষ্পসজ্জা : গ্লোব নার্শারী (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট)।

: সহকারীগণ :

পরিচালনা : সরিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ চিত্রগ্রহণ : অনিল ঘোষ, স্বপন নায়েক ॥ সঙ্গীত-গ্রহণ : বলরাম বারুই ॥ শব্দ-পুনর্যোজনা : ভোলানাথ সরকার, পাঁচুগোপাল ঘোষ, রবি চৌধুরী ॥ সম্পাদক : রবীন সেন ॥ শিল্প-নির্দেশ : রামবিলাস ভট্টাচার্য্য ॥ রূপসজ্জা : মুন্সিরাম শর্মা ॥ ব্যবস্থাপনায় : বিজয় দাস ॥ সাজসজ্জা : বিশু চক্রবর্ত্তী ॥ সঙ্গীত-পরিচালনা : ভি, বালসারা ॥

: রূপায়ণে :

উত্তমকুমার, আরতি ভট্টাচার্য্য, উৎপল দত্ত, বিকাশ রায়, কমল মিত্র দিলীপ রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তু মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার
সন্তোষ দত্ত, অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, তপেন চট্টোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায় জহর রায়, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, তরুণ মিত্র, রসরাজ চক্রবর্ত্তী, মণি শ্রীমাণী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত সেন শর্মা, গঙ্গা বসু, মিণ্টু চক্রবর্ত্তী, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিতোষ রায়, অনু দত্ত, যোগেশ সাধু, সুনীতি দত্ত, টুলু দাস, শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, নিতাই রায়, সত্য দে, অজিত চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ দে, সাধন বাগ্‌চী, রজত চক্রবর্ত্তী, জয়শ্রী রায়, কেতকী দত্ত, গীতা দে, কুমারী ঝিনুক মল্লিক।

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

সত্যনারায়ণ খাঁ, ফাদার এল, এন, গমেজ, এস-জে সোধ্বী তেরেজা গির্জা পরিচালক, দ্বারিক ডেকরেটার্স, জীবন ও যুগলকিশোর ঘোষ, জগৎবল্লভপুর গ্রামচারী ও প্রমাদ (পত্রিকা)।
আলোক সম্পাতে : দুখীরাম নস্কর : ব্রজেন দাস, সতীশ হালদার, অনিল পাল, গোকুল হালদার, মঙ্গল সিং, বেণু ধর, মধুসূদন গোস্বামী, পরিস্ফুটনে : অবনী রায় ও তাঁর সহকারীবৃন্দ।
আর, বি, মেহেতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীজে পরিস্ফুটিত। এন্-টি ষ্টুডিও এক নম্বর ও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত।

চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিঃ পরিবেশিত।

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, লেনিন সরনী, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

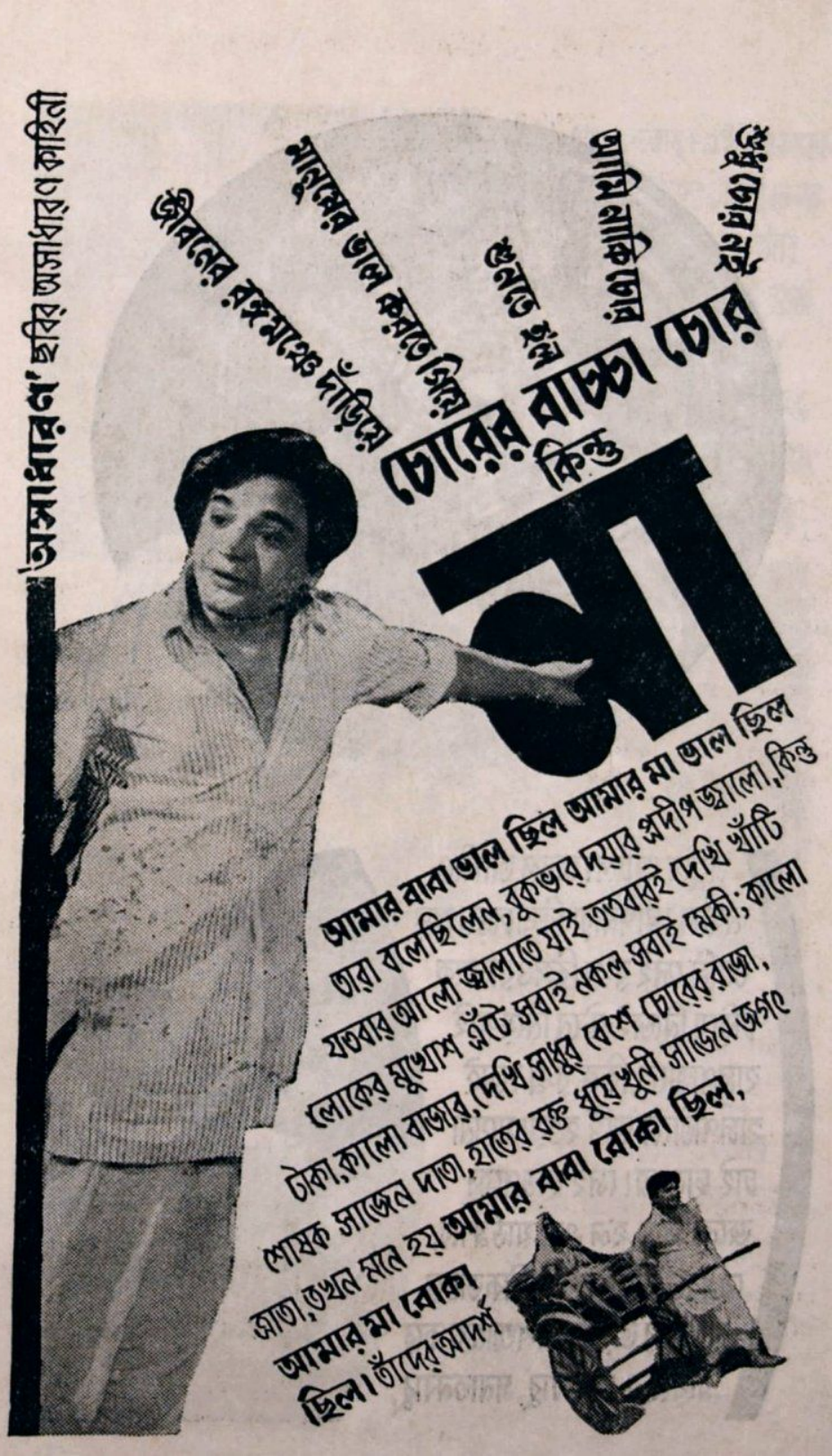

এযুগে অচল। অচল আমিও, নইলে, আপনারা রিক্সা চড়েন আর আমি সেই রুগ্ন রিক্সওয়ালাকে চড়িয়ে নিজেই টেনে নিয়ে যাই হাসপাতালে, কিন্তু রুগ্ন হলেই হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়া যায়না চাই ছাড়পত্র। সেই ছাড়পত্রের জন্যে যেতে হ'ল এডওয়ার্ড ক্লাবে, যে ক্লাবে ছাড়পত্রের মালিক ডাক্তার-বাবু আর তাঁর চারপাশ আলো করে রয়েছেন সাহুবাবু, সনাতনবাবু,

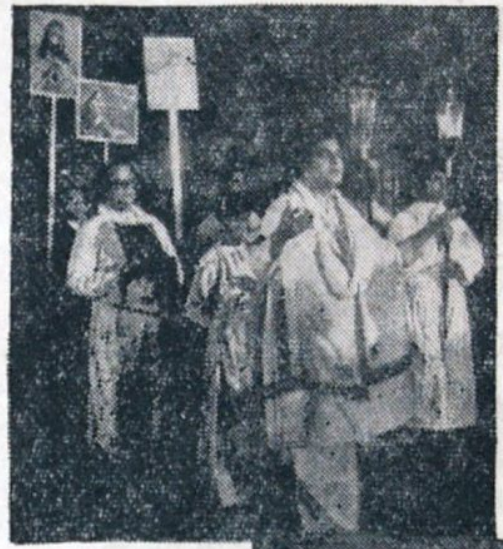

চিরঞ্জীববাবু, ফুডবাবু। এই সব কালো-মাণিকেরা যাঁরা তাঁদের টাকার জোরে দিনকে রাত করে ছাড়ছেন। আর আছেন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, এস-ডি-ও, এস-পি, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, উকিল। এঁরা কিন্তু ব্যতিক্রম। কিন্তু আজকের দিনে ভালো কাজ করতে গেলে শুধু ভাল মানুষ দিয়ে চলেনা কিছু অমানুষকেও তোয়াজ করতে হয়। তাই আমার কারবার এদের সকলকে নিয়ে। এস-ডি-ওর কুকুর পেগীর

শোকসভায় ম্যাজিষ্ট্রেটকে ম্যানেজ করে ভেটারনারী হাস-পাতাল তৈরীর প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতে হয়। আর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান-কে জপিয়ে নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা। কাজের কি শেষ আছে, অনাথ আশ্রমের জন্যে জমি দান করা, বড়দিনের উৎসবে

যীশুর ভজনা করা, বোষ্টম বাবাজী-
দের আখড়ায় অষ্টপ্রহর হরিনাম
সংকীর্ত্তণ করা আর সবাইকে কিছু
কিছু চাঁদা দিতে গিয়ে হাতের ঘড়ি,
জলের ঘড়া, সাধের জমি এমন কি
শেষ অবধি বাস্তু ভিটেটুকু পর্য্যন্ত··
যাক্ সে কথা। দেশসেবক
সত্যবাবুর অরক্ষণীয়া

বোনের পাত্র জোগাড় না হওয়ায়
নিজেই তাকে বিয়ে করে বসলাম।
কিন্তু এরপর মণিকা আর বিমলকে
মিলিয়ে দিতে গিয়ে দেখলাম সংসারে কোনো হিসেবেই আর আমার মিলছেনা

বুঝলাম আমার বাবা মা-ই শুধু
বোকা ছিল না আমি তাদের
চেয়ে আরও অনেক বেশী
বোকা। মনে রাখবেন এই
দুনিয়ায় বোকারাই
'অসাধারণ'

সঙ্গীত

১) কানুছাড়া যেমন বাঁশী নেই
বাঁশী ছাড়া রাধার হাসি নেই
আর হাসি ছাড়া ভালোবাসা
নেই জেনে—
ভালোবেসে আমি হাসলাম
আমি তোমাকেই ভালোবাসলাম—
তাই সবাইকে ভালোবাসলাম।
কখনও বা তুমি দীপ্ত সূর্য্য
কখনো বা তুমি বৃষ্টি
আকাশ বাতাস ধুলো মাটী সব
তোমারই প্রেমের সৃষ্টি
ভালোবাসাতেই আছ তুমি জেনে
রসের সাগরে ভাসলাম
তোমার প্রেমের সাগরে ভাসলাম।
তোমার গরবে গরবী যে আমি
তোমার প্রেমেই অলংকৃত
তবু রাধার মত করতে যে চায়—
ভাগ্য আমায় কলঙ্কিত।
তুমি কখনো পেয়েছো কলংক শুধু
কখনো জয়ের মালা—
যে প্রেম তোমার প্রদীপ জ্বালায়
সেই যে পেয়েছে জ্বালা।
তোমাকেই দেখে ভালবাসা নিয়ে
দুঃখীর পাশে আসলাম
তাদের পাশে আসলাম
তাদের দুঃখে যে আমি কাঁদলাম॥

২) কি হ'তে কি হল
বল—কি হ'তে গিয়ে কি হ'ল
আকাশের পাখীটা আজ
পড়েছে যে চোরা ফাঁদে
পায়ে যে চোরা বালি
কি ক'রে সে বাসা বাঁধে।
ভাঙা ঐ জানলা দিয়ে—
পিছলে পড়ে চাঁদের আলো,
ফুলশয্যার এই অকাল বোধন
মন্দ নয় তো লাগছে ভাল।
ছিল যে জোনাকী সে
জ্যোৎস্না হল চাঁদে॥
মনে হয় ফু দিয়ে আজ
প্রদীপটাকে নিভিয়ে রাখি
প্রেমেরই কণ্ঠ ধরে
সারাটা রাত জড়িয়ে থাকি।
হায়—লজ্জায় লজ্জা মিশুক
বুকের কাঁপন থাকুক বুকে
রোমাঞ্চ আজ এইতো প্রথম
অঙ্গ কাঁপে স্পর্শ সুখে
কি যেন কি বলতে গিয়ে
একটু কোথায় বাধে।

৩) আমার বাবা ভাল ছিল,
আমার মা ভাল ছিল,
এমনতর ভালোমানুষ,
মেলেনা আজকালও।
কথা॥ কিন্তু বিপদটা কি
হ'ল জানেন?
তাঁরাতো চলে গেলেন—
মানুষকে ভালবাসতে শিখিয়ে
আমার সর্বনাশটি করে গেলেন
তবুও বলছি।
আমার বাবা ভাল ছিল।
এমনতর ভাল মানুষ,
মেলেনা আজকালও।
তাঁরা শুনেছিলেন—
বুদ্ধ যিশু নিমাই চিত্তির কথা
রামকৃষ্ণ-সাধুসন্ত, পীর
শহীদের গাঁথা।
তাঁরা বলেছিলেন—
বুকটা ভরে দয়ার প্রদীপ জ্বালো।
কথা॥ হ্যাঁ তাতো জ্বালালম,
কিন্তু তাতে লাভটা কি
হ'ল বলুন?
এখন আমার কি মনে
হয় জানেন?
আমার বাবা বোকা ছিল,
আমার মা বোকা ছিল,
এমনতর ভালমানুষ,
মেলেনা আজকালও
আজ মানুষ বলে নেইতো কিছুই
চারিদিকে চেয়ে দেখি,
খাঁটি লোকের মুখোস এঁটে
সবাই নকল সবাই মেকি
অন্ধকারকে দেখছি শুধু—
দেখছি নাকো আলো—
কথা॥ হ্যাঁ কোত্থেকে
দেখব বলুন?
আজ সবাইতো কালো—
কালো টাকা—কালো বাজার—
এখন বুঝছি।
আমার বাবা ভাল ছিল,
আমার মা ভাল ছিল
এমনতর ভাল মানুষ,
মেলেনা আজকালও।
কথা॥ আমার মায়েরা—
বোনেরা—
আমার ভায়েরা—দাদারা।
এই নাটামঞ্চের নাটক দেখে—
ভরবে কি আর মন
ভাল করেই নজর দিলেই—
বুঝবে রসিকজন।
সাধুর বেশে চোরের রাজা
শোষক সাজে দাতা—
আর হাতের রক্ত ধুয়ে খুনী—
সাজেন জগৎ ত্রাতা।
তেলা মাথায় তেল দিয়ে—
ভস্মে ত ঘি ঢালো।
আমার বাবা ভাল ছিল,
আমার মা ভাল ছিল।
কথা॥ একটা গল্প বলি শুনুন।
বিদ্যাসাগর মশাই, যিনি শীতের
রাতে কোঁকড়ানো মানুষের গ য়ে
—কম্বল চাপা দিয়ে—পরের
উপকার করতে শিখিয়েছিলেন।
সেই দয়ার সাগরকেও শেষকালে
বলতে হয়েছিল—আমি কি তার
কোন উপকার করিনি? সে
আমার নিন্দে করছে কেন?
তাই বলছি—আমায়—আমায়
চোর বলুন—জোচ্চোর বলুন—
যা খুশী তাই বলুন—বলুন—
কিন্তু—কিন্তু—
আমার বাবা ভাল ছিল,
আমার মা ভাল ছিল।

৪) সূর্য্যের রক্ত অস্ত আকাশটাকে
সুন্দর করে
আর যিশুর রক্ত সেতো—
মানুষের কল্যাণের তরে।
গোলাপের রক্ত মুগ্ধ সেমনটাকে
আনন্দে ভরে
আর যিশুর রক্ত সেতো—
মানুষের কল্যাণের তরে॥
তিনি রাজার রাজা—
কাঁটার মুকুট মাথায় পরেছেন,
আর পরের পাপ নিজে নিয়ে
—ক্রুশে মরেছেন॥
বেথেলেহেমের সেই ছোট্ট শিশুই
মানুষকে শেখালেন ভালবাসা—
তিনি প্রেম, তিনি ক্ষমা—
তিনি শান্তি—আলো আশা—
তিনি বৃষ্টি হ'য়ে—জীবন
সবুজ করেছেন॥
কাতর কণ্ঠে যারা বলেছিল—
বিপদে তুমি রক্ষা কর প্রভু
স্বার্থ যেই মিটে গেছে
মনে আর রাখেনিতো কভু।
তিনি অন্ধজনের অন্ধকারকে
আলোয় ভরেছেন॥
গায়ে তাঁর পাথর ছুঁড়ে—ওরা—
দিয়েছে তার যোগ্য সে দাম—
বলেনি কেউ ধন্য তুমি
কলঙ্কিত করেছে নাম।
তবু সখার মত দীন দুঃখীর
হাত যে ধরেছেন।

উত্তম · আরতি
ছায়া দেবী · গুরুদাস · শেখর · কমল · শম্ভু · কল্যাণী অভিনীত
উষা ফিল্মসের পঞ্চম নিবেদন

মুক্তিস্নান

পরিচালনা সলিল সেন
সঙ্গীত শ্যামল মিত্র

চণ্ডীমাতা
ফিল্মসের
যে সব ছবি
আসছে

চণ্ডীকা
ফিল্মসের
আগামী
ছবি

পরিচালনা
সলিল সেন